ভাল্লাগেনা

দেওয়ান আবদুল বাসেত

(কিশোর কবিতা)

প্রথম প্রকাশঃ
১৯৯৭ইং
ঢাকা, বাংলাদেশ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ইন্টারনেট সংস্করণঃ
২০০১ইং
সংশোধিত সংস্করণঃ
১৮ জুলাই ২০০৬ইং
০৩ শ্রাবণ ১৪১৩বাঙলা।

গ্রন্থ স্বত্বঃ
বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
বৃষ্টি এবং নদী

সকল যোগাযোগঃ
Email: marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com

প্রকাশনার ২০ বছর
www.marupalash.com
www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh

উৎসর্গ...

এই দেখি সে আরব দেশে
বাংলায় ফের্ অচিন্ বেশে।
অনিকেতের মতোই ঘুরে,
গাইবে গানও বাউল সুরে।

ছদ্মনামে কলাম লেখে,
মায়ের মতোই দেশকে দেখে।
এই যাযাবর পাখিটি যে
মানতে না চায় পোষ
গদ্য এবং পদ্যে ভরা
তাঁহার মগজ কোষ।

চির তরুণ, চির সবুজ
মনটি শিশুর মতোই অবুজ।
নদীর মতো হৃদয় যাহার
সচল বহমান,
বইটি তাঁকে দিলাম যিনি
সজল রহমান।

.....ছড়াকার

‘ভাল্লাগেনা’ কিশোরকাব্যে যে সকল কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে...

ভাল্লাগেনা / খুকুর মোনাজাত / সবচে’ ছোট্ট পাখি / সুযোগ পেলে / আকালের ছড়া / একজন বেকারের গল্প / ইতিহাস কথা বলে / বিদেশে আমরা / মরুপরবাসীদের কথা / প্রবাসী জামাই / পত্র প্রিয়া / খেলার খবর / নসুদের কথা / বলতে মানা / একজন কবি ও তাঁর কবিতা / চোখে আছে পলাশী / তনুদের কথা / একাত্তরের নয় মাসে / বদলে গেছে কাল্লু / স্বপ্ন আমার / মোহনার ইতিকথা / স্বাধীনতা

ভাল্লাগেনা

গল্প দাদুর কল্পকথা ভাল্লাগেনা ধুর্
মনটি আমার উদাস করে রাখাল বাঁশির সুর।
উদাস করে চপল হাওয়া
উজান-ভাটি মাঝির গাওয়া
উদাস করে হাওয়ায় দোলা ধানি বিলের ঢেউ
এম্‌নি আমি উদাস কেন কেউ জানে না কেউ!

ডাকলে ঘুঘু নিথর দুপুর কাঁপবে থরে থর্
জংলা-ঝোপে খুঁজি ঘুঘু সঙ্গে নিয়ে শর্!
পিঠা পুলি চিড়ে করে
টাটকা দুধের ক্ষিরে ভরে
মা যে আমায় এসব দিয়ে রাখতে ঘরে চায়
কিন্তু আমার মনটি কেবল হাছন লালন গায়।

কখন আবার ইচ্ছে করে পাখির মতো উড়ি
আকাশ নীলে পাগলা হাওয়ায় গোত্তা খাওয়া ঘুড়ি।
বৃষ্টি বাদল ঢেউয়ের নদী
ডাকছে আমায় নিরবধি
ছুটতে থাকি ওদের ডাকে মা রেগে যায় খুব

মা কেন যে সকল কাজে করতে থাকে বারণ!?
জানতে গেলে বলবে দাদু, কারণ আছে কারণ!
খুঁজবো আমি সে সব কারণ
ভাঙ্গাবো দেয়াল সকল বারণ
এখনতো আর আমি দাদু ছোট্ট খোকন নই
পড়তে আমার ভাল্লাগেনা হাটিম মা-টি-ম বই!

খুকুর মোনাজান

আসবে যখন বছর ঘুরে সবে কদর রাতি
বসবে খুকু জায়-নামাজে
জ্বালবে আগরবাতি।

সামনে জ্বেলে মোমেরবাতি বসবে কোরআন খুলে
কণ্ঠে তাহার কেরাত শোনে
চাঁদও তারা দুলে।

কোরআন খানি বন্ধ করে কদর রাতের নামাজ পড়ে।
সালাম শেষে দু'হাত তুলে
কাঁদতে থাকে হৃদয় খুলে!

বলতে থাকে ওগো আমার শেষ বিচারের রাজা
মাফ করে দাও সকল গুনাহ্
না পাই যেন সাজা।

মাফ করে দাও পিতা-মাতায় কবরবাসী যাঁরা
দাওগো রহম দেশে দেশে যারাই
মা-বাপ হারা।

সবচে' ছোট্ট পাখি

একটি সবুজ ছোট্ট পাখি উড়তো বাগান জুড়ে
গাইতো গানও গুনগুনিয়ে ফুলে ফুলে উড়ে।
ফুলেরা যে গাল ফুলিয়ে থাকতো অভিমানে,
সেই পাখিটি মান ভাঙ্গাতো মধুর গানে গানে।

গন্ধরাজ ও গোলাপ বকুল যুঁই চামেলী যতো,
সেই পাখিটির সবাই সখি, বলবো সে আর কতো।
মনের সুখে গানে গানে টানতো ফুলের মধু
ফুলগুলোতো লাজুক লাজুক যে নতুন বধু।

আসতো ভোরে ঘুম ভাঙাতে ফুলপরীদের রাণী
সেই পাখিটি করতো তখন ফুলে কানাকানি!
ভাঙতো ফুলের ঘুম
দিতো তাদের চুম্
বলতো কথা ফুলের কানে
কী সে কথা ফুলেই জানে।

যখন দেখি ফুলের বাগান নেইতো কাছে দূরে
জানি না সেই ছোট্ট পাখি কোথায় গেলো উড়ে!
বাঙলা মায়ের সেইতো ছিলো সবচে' ছোট পাখি
তার বিহনে কষ্টে মায়ের সজল দু'টি আঁখি।
মায়ের বুকের সেই দুলালী কে করেছে চুরি?
দাওনা খুঁজে সেই পাখিটি নাম ছিলো 'ফুলঝুরি'।

সুযোগ পেলে

ডানপিটে ওই কিশোরগুলো বস্তিঘরের ছেলে,
ফুটবলের ওই মাঠের কোনে গোল্লা শুধু খেলে।
বড় ঘরের ছেলেগুলো খেলছে যখন বল
থাকছে শুধু চেয়ে ওরা চোখ দু'টি ছল ছল্!

বিন্দু বিন্দু জলে সৃষ্টি সাগর যদি হবে
ওরাও তেমন পারবে হতে সুযোগ পেলে তবে।
কেউতো ওদের হতে পারে 'প্যালে'র মতো পাকা
হয়তো তখন ঘুরে যাবে ইতিহাসের চাকা।

ডানপিটে এক ছেলের কথা আমরা সবে জানি
বাঙালিদের জাতির কবি আজকে সবে মানি।
সুপ্ত আছে ওদের বুকে সম্ভাবনার খনি,
আমরা তাতে পারবো হতে মস্তবড়ো ধনী!

ওরাই হবে আকাশ জুড়ে লক্ষ তারার হাসি
ওরাই হবে চাঁদও সুরুজ দক্ষ ফুলের চাষী।
ওই চাষীদের ডাকো কাছে দাওনা কিছু মায়া
দাওনা ওদের চলার পথে ভালোবাসার ছায়া।

আকালের ছড়া

মান্দু নামের ছেলেটিকে বলছি-পড় ছড়া,
উত্তরে সে বলছে আমায়-'দেন না ডাইলের বড়া।
খিদে ভীষণ কড়া!
সেটা না হয় পরে দেবো আগে পড় ছড়া
-মা বাবারে ফেইল্যা দিছি গাঙের পাড়ে মরা
কেম্নে পড়ি ছড়া?
খিদার জ্বালায় ভাল্লাগেনা ভুইল্যা গেছি শোক
মইরা গেছে চাইয়া দেহেন খোয়াব ভরা চোখ!
আম্নে কেমন লোক?

বলছি শেষে পড়লে ছড়া
মিলবে তোমার ডালের বড়া
মান্দু আমার কথা শোনে মারলো জোরে ঢিল,
বিড়বিড়িয়ে বলছে আমায়-'নাইক্যা কথার মিল'
আম্নে মিয়া কাইট্যা পড়েন নইলে দিমু কিল্!

একজন বেকারের গল্প

পাঞ্জাবি হায়! ময়লা ছেঁড়া, চুল দাড়ি তার রুক্ষ
চাকরি তাকে দেয়নি কেহ দুঃখ মনে দুঃখ।
'ভার্সিটি পাশ করতে গিয়ে বয়স গেলো বয়ে,
কাজের খোঁজে অফিস ঘুরে জুতা গেলো ক্ষয়ে!

নেই সুপারিশ নেইতো টাকা নাইক্যা মামু খালু
সোনার দেশে জীবন তাহার শুকনো মরুর বালু!
লোকটি ভাবে বিদেশ যাবে, কিন্তু কোথায় টাকা?
ভিটে-মাটি বিক্রি করে ছুটলো শেষে ঢাকা।

'আদম ট্রেডার্স' মিষ্টি কথায় খুব ছিলো যে পাকা
তাদের হাতের মুঠোয় যেন ভাগ্য নামের চাকা!
টাকা দিয়েই স্বপ্ন দেখে ধরবে সুখের পাখি
কিন্তু একি! আদম ট্রেডার্স মারলো ভীষণ ফাঁকি!
সাইনবোর্ড নেই, ঝুলছে তালা!
হায়রে! গেলো আমও ছালা!
লোকটি এখন আউলা ঘুরে
গান গেয়ে যায় বাউলা সুরে।
কভু শুনি বাংলা আবার কভু উর্দু কিয়া
গাইছে ফের্-'হাম ইহা জিতে জি মরগিয়া'!

কেউ বলে ওই লোকটি পাগল কেউবা বলে গুপ্তচর!
লোকটি বলে-ভন্ডামি নয় ভাঙছে আমার সুপ্তঘর।
ফের বলে কেউ ছদ্মবেশী মাডার কেসের আসামী!
লোকটি বলে-মিথ্যে ওসব বাংলা এম এ পাশ আমি!।

ইতিহাস কথা বলে

ভাগিরথী নদী তীরে ঘুমায় সে কে?
– বাঙালির স্বাধীনতা চেয়েছিলো যে।
মীর জাফরআলী খাঁ কার নাম কার?
–মনে যার স্বপ্ন শুধু ক্ষমতার।

পলাশীর আমবাগে লড়েছিলো কারা?
–বীর বাঙালির মতো মায়ে প্রেমী যারা।
যুদ্ধের ময়দানে ওরা কারা থাকে চুপ?
–নবাবকে হত্যার এঁকেছিলো যারা কূপ!

রাজমহলের পথে কে এই মুসাফির?
–সিরাজকে চিনে ফেলে চাটুকার দানাপীর।
লুৎফা ও সিরাজের হাতে পড়ে কড়া
বিশ্বাসঘাতকের শুরু হলো পড়া।

কাপুরুষ বেগ হয় নিমকহারাম
চাকরের স্বপ্নও বাদশাহী আরাম।
সিরাজের বুকে ছুরি মেরে যারা বীর!?
মোহাম্মদী বেগ আর সেই দানাপীর।
পাষাণ সীমার সেই মোহাম্মদী বেগ
আমাদের দেয় চির বেদনার মেঘ!

সিরাজই ছিলো শেষ স্বাধীন নবাব
বাঙালির মনে যার ভীষণ অভাব।

জানি মীরজাফরের নাম কেন গালি
–কেন না সে মাকে দেয় পরাধীন কালি!
জানবাজী রেখে কারা বিদ্রোহী বীর?
অনেকের মাঝে সেরা বীর তিতুমীর।

বিলেতীরা বাংলাতে ছিলো কতদিন?
–দু'শ বছরের মত ছিলো যতদিন।

এলো শেষে ইতিহাসে উপসংহার
বাঙালির খুনে মাটি ভিজে বারবার।
উড়ে এসে জুড়ে বসে দুই যুগ ছিলো
নামে পাকদস্যুরা লুটেপুটে নিলো।

বাঙালির ঠেকে গেল দেয়ালেতে পীঠ,
জবাবটি দিতে হবে এবার সঠিক।
বঙ্গবন্ধু নামে এলো রাজপুত্র
বাঙালিরা পেয়ে যায় স্বাধীনের সুত্র!
জাতির জনক হয়ে যিনি বহুদুর
আমাদের মনে তাই বেদনার সুর।
ভাসানী ও জিয়া এসে জাগায় বিবেক
সাতকোটি বাঙালিরা হয়ে গেলো এক।
ওসমানী সেনাপতি বাংলার তোপ
শ্রদ্ধায় স্মরি' তাঁর তলোয়ারী গোঁফ।

শুরু হলো প্রতিরোধ
দিনে দিনে বাড়ে ক্রোধ
আসে ফের প্রতিশোধ।

নয়মাসে যুদ্ধটি চলে দিনেরাতে
অবশেষে স্বাধীনতা আমাদের হাতে।
লাখো বীর শহীদের তাজা খুনে লেখা
জননী বাংলা শুধু আমাদের একা।

বিদেশে আমরা

ইতিহাস পড়িনাতো ভূগোলের শিস্য,
জেনে গেছি তাই সবে আজ পুরো বিশ্ব!
প্রযুক্তি জানা নেই, জানিনাতো কর্ম;
সম্বলে হাত দু'টি চক্ষু ও চর্ম।

ইংরেজী ভাষাটি অনেকের জানা নেই,
কাজ পেতে বিদেশে খালু আর নানা নেই!
হতাশায় পাকে চুল মাথা ভারী ঋণ ঋণ,
রঙে ভরা যৌবন চলে গেলো দিন দিন!
কাজ জানা মানুষের সব দেশে আছে দাম
আমরা কুড়াই শুধু বিদেশেতে বদনাম!!

(জুলাই ২০০৪এ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত)

মরুপরবাসীদের কথা

মরুপরবাসীদের ভালোবাসা বাসি নেই,
তাই বুঝি কারো মুখে শেফালীর হাসি নেই!
বিরহের ব্যথা বুকে অতো বেশী সুখে নেই,
বেকারের মতো তবু জ্বালা ভরা দুখে নেই।

এখানেতে ক্রোধ নেই, নগর অবরোধ নেই।
মাস্তানী, চাঁদাবাজ, নেশা, প্রতিশোধ নেই!
রাজনীতি খোর নেই, চোর-জুয়াচোর নেই।
নিরাপদে থাকি তবে মনে কোন জোর নেই।
মরে কিবা বেঁচে আছি মনে কোন বোধ নেই!
শ্বাস তবু চলে আজো চোখে কোনো রোদ্ নেই!?

(জুলাই ২০০৪এ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত)

প্রবাসী জামাই

‘ফরেং’ আমি ব্যাংক ম্যানেজার
পাউন্ড, ডলার কামাই,
‘টুডে আই এ্যাম’ পারবো হতে
মিনিষ্টারের জামাই।

বিদেশ ফেরত করম
একটুও নেই শরম,
কথার ফাঁকে ইংরেজীটা
তাহার প্রিয়-পরম।
সত্যি যেটা কড় কড়া নোট্
রাখছে তাকে গরম।

সেই গরমের চোটে
মিনিষ্টারের বাড়ির দিকে
মোল্লা ঘটক ছোটে।
ঘটক মুখে কিস্‌সা শোনে
মিনিষ্টারও রাজী,
ডিগ্রিধারী মেয়ের বিয়ে
ডাকলো শুধু কাজী!?

জামাই মিয়ার বিদ্যে ক্যামুন
জানার কোনো ইচ্ছে নাই,
করম আলীর ডলার আছে
আর গুণাগুণ তুচ্ছ-ছাই !?

বিয়ের আসর
পাতলো বাসর
ঘুমের ঘোরে করম -
বলছে কেবল-‘ওয়াশ-পলিশ’
বউটি পেলো শরম,
অন্ধকারে চোরটি ভয়ে
দৌড় দিয়েছে চরম!

জ্ঞানের খাপে খাপ মিলে না
জামাই বউ এ তুল্‌কালাম,
টাইটি নেড়ে করম বলে -
‘ওকে’ তবে মাআস্‌সালাম!!

পত্র প্রিয়া

বিদেশ মানে শুকনো হৃদয় স্বজনহারা রিক্ত বুক,
তাই প্রবাসী পত্র-প্রিয়ার চায় যে প্রেমের সিক্ত সুখ!
পত্রপ্রিয়ার চিঠির ভাষা শ্রাবণ দিনের বৃষ্টিপাত,
এক চিঠিতে প্রবাসীদের করতে পারে দৃষ্টিকাত !

হায়! প্রবাসী মুগ্ধ মাতাল মিতার প্রেমের মোয়াতে,
ব্যাকুল করে তুললো তাকে ভন্ড প্রেমের ছোঁয়াতে।
হাজার কাজে খন্ড বিরাম পেলেই প্রেমের খবর কয়,
মিষ্টি-ছবি ঠোটে নিয়ে লক্ষ চুমুর জবর জয়!

চলতে থাকে দু'চার চিঠি
প্রেমের যখন পোক্ত ভিটি।

লিখবে প্রিয়া দুঃখে আছি মেসে থেকে পড়তে হয়,
এই অভাগীর নেই কেহ তাই 'টিউশানী' করতে হয়।
তারপরেও মাস ফুরোলে পাইনা টাকা ঠিকমতো,
নিদান কালের বন্ধু ওগো বিপদ চতুর্দিক যতো।

পত্র প্রেমিক প্রবাসীরা পাঠায় টাকা হর-মাসে,
না দেখা প্রেম টিকবে কিনা মনে তাহার ডর্-আসে।
হঠাৎ করেই বন্ধ হলে মিষ্টি মনের চিঠির জল,
বলবে লোভী, ডাইনী তাকে মিলবে যখন নিরাশ ফল।

পত্র-প্রিয়ার দু'শ প্রেমিক জানতে পারে পরবাসী!
প্রেম দিয়ে তার ব্যবসা চলে, মিথ্যে বিপদ, জ্বর-কাশি!
পত্র-মিতালীতে এখন ব্যবসা বড়ো জমছে খুউব,
হায়! প্রবাসী প্রেমের জলে, হর-হামেশা দিচ্ছে ডুব।

বিদেশ যারা চাকরি করে বেজায় তাদের মন সরল,
ঝোপ বুঝে কোপ্ মারতে থাকে ভন্ড প্রিয়তমার দল।

পান সমাচার

সেদিন 'বাত্‌হা' দেখতে পেলাম বাঙালি এক ছেলে,
গোল্লা ছুটের দৌড়টি দিলো পানের দোকান ফেলে।
থম্‌কে গিয়ে লক্ষ্য করি ছুটছে পুলিশ পিছে
বাঘটা যেন লম্ফ দিয়ে ধরবে হরিণ খিচে।

কিন্তু ছেলের দৌড়টা দেখি খুবই চমৎকার,
এঁকে বেঁকে ছুটছে আহা হচ্ছে পগার পার!

পান চিবানো, বেচা-কেনা 'মামনুহ্' সবার জানা,
পানের পিকে রাস্তা-দেয়াল যেন কসাইখানা।
তাইতো পুলিশ করছে ধাওয়া
পড়লে ধরা জেলের হাওয়া
খেতেই হবে। যেতেই হবে আপন দেশে ফিরে,
জীবন চলার ছন্দ তখন বাজবে ধীরে ধীরে।

কিন্তু ছেলে দেয়নি ধরা বেশতো আছে টিকে
হয়তো ছেলে 'চান্স' ও পাবে
বিশ্ব অলিম্পিকে !!

* বাত্‌হা - রাজধানী রিয়াদের প্রাণকেন্দ্রের নাম। বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালি ও দক্ষিণ এশীয়দের মিলন স্থান। এখানে পান চিবানো, বেচা-কেনা নিষিদ্ধ। তবুও অনেক শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কিছু সংখ্যক বেকার বাঙালিদের এটা একটি চমৎকার এবং লোভনীয় আয়ের পথও বটে। ** 'মামনুহ্' = এই আরবী শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ।

খেলার খবর

(ফুটবল)

রিয়াদ খেলার মাঠে দেখি
বাংলাদেশের দলে,
বাঘে-ছাগে লড়ছে যেন
বল খেলার ওই ছলে!
সউদী দলে টপ্ টপা টপ
চলছে দিয়ে গোল,
গ্যালারীতে বাঙালিরা
হারায় তাদের বোল ।
বিশ্বখ্যাত বাংলা দলে
গোল খেতে বেশ পেটুক!
হাততালি দিই সাবাস বলে
পাওনা যাদের যেটুক !

* (এপ্রিয় ১৯৯১ রিয়াদের মালাজ স্টেডিয়ামে সউদী দলের সঙ্গে বাংলাদলের খেলা দেখার প্রতিক্রিয়া)

নসুদের কথা

বাপের ভিটা বিক্রি করে
দেখবে নসু সউদীকে,
রিয়াল, ডলার বেশ কামিয়ে
দেবে শাড়ী বউদি কে ।

কিনে দেবে পিতামাতায়
নতুন কাপড়, শাল-চাদর,
রঙিন খামে ভরে দেবে
প্রিয়তমায় প্রেম্-আদর ।

সউদী হতে আসবে ছুটি
দুইটি বছর পার করে,
বিমানবালার মিষ্টি আদর
মিলবে একাকার করে ।

ফ্রিজ,ভি.ডি.ও, টেলিভিশন
আনবে ভারী সোনার হার,
সব ছোটদের খেলনা দেবে
দায়-দাবীটা যেমন যার ।

ইংরেজীতে বলবে কথা
সভ্য যাতে কয়-তারে !?
দশ-গেরামের বলবে সবে -
অমন ছেলে হয়নারে !

'রক্-মিউজিক' হিন্দি গানে
মনটা র'বে ঝরঝরে,
রইবে না তার অভাব কিছু
চলবে সময় তরতরে !

এম্নি হাজার স্বপ্ন ছিলো
নসু মিয়ার অন্তরে,
যায় ভুলে সে আসল-নকল
দালাল সা'বের মন্তরে !

ঠক্বাজীতে দালাল সেরা
নসুকে দেয় জাল্-ভিসা !

সেই ভিসাতে সউদী এসে
ভাগ্যে তাহার কাল্-নিশা !!

ধরলো পুলিশ সেদিন তাকে
রিয়াদ বিমান বন্দরে,
হায় ! নসুরা কাঁদছে এখন
সউদী জেলের অন্দরে !!

(২১ এপ্রিল'৯১ রিয়াদ)

বলতে মানা

হাসির বড়ো অভাব যে তাই
কথায় কথায় রস্ করি,
কিন্তু বেরোয় চাপা কথা
মুখ থেকে তাই ফস্ করি !

বলতে মানা আসল কথা
মানা গোপন ফাঁস করা,
এমন দেশেই মুখটি বুজে
আমার তোমার বাস করা !

মুখটি যদি খুলতে চাও
চোখটি যদি তুলতে চাও
অম্নি এসে দত্যি গুলো
কণ্ঠ চেপে সত্যি গুলো
দেয় ঝুলিয়ে রশি বেঁধে
বলবে ওদের ঝুলতে দাও !।
(ডিসেম্বর ১৯৮৮)

একজন কবি ও তাঁর কবিতা

(চারণ কবি সামছুল হক মোলা শ্রদ্ধাভাজনেষু)

বয়সটি তাঁর ষাটের উপর গালভরা সব দাড়ি
কাশফুলের ওই মেলা মাথায় 'ফুলছোঁয়া তার বাড়ি।
নানা বলে ডাকছে কেহ কেউ বলে ভাই-দাদা
কেউ বলে ওই পাগলা বুড়ো এক্কেবারে হাঁদা।

কিন্তু আমি জানতে পারি লোকটা খাঁটি কবি
গান কবিতায় জুড়ে আছে বঞ্চিতদের ছবি।
তাঁর কবিতায় নেই যে আপস শোষক যারা আছে
কুলি চাষী জেলে তাঁতী শ্রেষ্ট তাহার কাছে।

কিন্তু কবির গান-কবিতায় যাদের কথা বলে
কেউ বোঝেনা তাহার কথা দুঃখ চোখের জলে।
কেম্নে ওরা বোঝবে তাহা শিক্ষা ওদের নাই
আমরা সবে দত্যি সেজে ওগের চেপে খাই!!

আমরা যারা নেতা-ফেতা মিষ্টি কথা দিয়ে
পাঁচ টাকাতে ওদের নাচাই মিছিল ব্যানার নিয়ে
ওরা সবে হুজুগ মাতাল সামনে দিয়ে লাফায়
মাথাল ফেলে মিছিল করে দিক-বিদিকে কাঁপায়!

লাগলে গুলী কুলির বুকে থাকবে নেতা দূরে
কুলির লাশে 'মওকা' এলে ভাষণ নতুন সুরে।
কপট নেতার ছল-চাতুরী বোঝবে কবে ওরা
এসব কথাই বলছে কবি জাগ্ছে সাথী তোরা।

আপন দেশে পরবাসী তুই কবির গানে কয়,
লাঙ্গল চলার নেই যে জনি লাফাস কেন তয়?
বাংলাদেশের তোরা মালিক তোরাই সেরা-বাছা
কেড়ে নেরে হিস্সা নিজের দেশকে এবার বাঁচা।

রুখে দাঁড়া কাল-নাগিনী যেমন ফনা তুলে
কাঁমড়ে দেরে ইতরগুলো রইবি নাকো ভুলে।
এসব কথা কবির লেখা লিখছে ক'যুগ ধরে
ভরাট গলায় গান গেয়ে যায় জেলে মাঝির তরে।

আপনভোলা এই যে কবি সবার তরে কাঁদে
সবার তিনি ঘুম ভাঙাতে বুকটি আশায় বাঁধে।

অর্থ যশ আর ফন্দি-ফিকির সকল ভুলে গিয়ে
লিখতে থাকে দিবা-নিশি শুণ্য পকেট নিয়ে।

পাতবে না হাত কারো কাছে কবি সজাগ খুউব
হার মানে না বাঘের কাছে না দেয় লোভে ডুব।
তাঁর যা মধু সব বিলায়ে চাকের মধু শেষ!
তবু তিনি হাসি খুশি যেন আছেন বেশ!

জানতে কেহ দেয় না তারে কারণ আছে কারণ!
তাঁর লেখা তাই পত্রিকাতে ছাপতে নাকি বারণ!?

চোখে আছে পলাশী

গদি পাবে সেই লোভে আঁটে শত ফন্দি,
বিলেতীর সাথে হলো জাফরেরও সন্ধি!
পলাশীর মাঠে হবে নাটকীয় যুদ্ধ,
বিজয়ের বাঁধা হয়ে হবে অবরুদ্ধ!

সেই ফাঁকে কেড়ে নেবে নবাবেরও প্রাণ
বর্গীরা গদি দেবে
দেবে মহা-মান?!
স্বপনের আলো-আশা, গদি তার ভালোবাসা।
ঘষেটির চোখে নাচে রূপে ধোয়া চাঁন!
কানও গেলো
মানও গেলো
গেলো শেষে জান্!

চোখে আছে পলাশী বুকেতে সিরাজ,
চিরদিন বাঙালিতে র'বে সে বিরাজ।
আজও মনে পড়ে সেই মেঘে ঢাকা 'জুন'
বাঙালির স্বাধীনতা 'তেইশ- জুন' এ খুন!!

* ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে স্বজাতি বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে বর্গীদের হাতে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বাংলার স্বাধীনতা উভয়ই খুন হয়। সেই **ঐতিহাসিক পলাশী দিবস** কে স্মরণ করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

তনুদের কথা

গাছের আড়ালে তনু মুখ চেপে কাঁদছে
দস্যুরা ভাইটিকে হাতে পায়ে বাঁধছে!
গুলী করে তাকে তারা খালে দেয় ফেলে
ওরা বলে ভাই নাকি মুক্তির ছেলে।

ভাইটিকে বাঁচাতে মায়ে ছুটে গেলে
ব্যা'নেটের খোঁচাতে ওরা দিলো ফেলে!
দস্যুরা বুবুকেও টেনে নিয়ে যায়রে...
গাছ পাতা পাখি ফুল কেঁদে মরে হায়রে!

সান্ত্বনা দেবে কে, দেয় কে ভাষা?
তনুটার মন ভাঙে মুছে গেলো আশা।
বাবাওতো ফেরে না সেই কবে গেলো
বিজয়ের দিন এলে সবে ফিরে এলো।

তনুটার কচি মন ভেঙে হলো খান্ খান্!
এতিমের দিকে বুঝি শুধু প্রভু চান্।
তাতে করে তনুদের বেঁচে যায় জান
গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কাঁদে তনুদের প্রাণ।

তনুটার কেহ নেই পিতামাতা ভাইবোন
কচি মেয়ে খুকীটার তোরা কথা শোন্
আহা তোরা কথা শোন...।

একাত্তরের নয় মাসে

একাত্তরের নয় মাসে
নদী ভরা রক্তে ভিজে
নতুন ভোরে জয় আসে
দস্যুদের ওই ক্ষয় আসে
একাত্তরের নয় মাসে।

সেদিন ওরা ঘর ফেলে
পাহাড় বাঁধা ডর্ ঠেলে!
আনতে তারা মায়ের হাসি
সামনে এগোয় ভয় নাশে
একাত্তরের নয় মাসে।

আধমরা ওই মায়ের ছেলে
ছাত্র কুলি গাঁয়ের জেলে
তীর-ধনুক আর টেটা নিয়ে
যা পেলো তাই সেটা নিয়ে
যুদ্ধ ওরা করে
দস্যু তাতে মরে
যুদ্ধে সেদিন মরলো যারা
তাদের মুখে জয় হাসে
একাত্তরের নয়মাসে।

মা-বোনেরা মান হারায়
লক্ষ লোকে জান হারায়
তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে
বাংলা মায়ের জয় আসে
একাত্তরের নয়মাসে।

বদলে গেছে কাল্লু

কাল্লু নাকি সিঁধেল চোরা কিংবা ছিলো ডাকু
যখন তখন লোকের বুকে মারতো নাকি চাকু!
থাকতো নাকি মিথুনপুরে
ডাকতো সবায় চিকন সুরে
দেখলে পুলিশ বলতো তারে-দোস্ত
আজকে চলো আমরা খাবো বন-মোরগের গোস্ত।

মোড়ল এলো মোড়ল গেলো কেউ বলে না কিছু
হয়তো পেতো চুপি চুপি মুরগী ডিম ও লিচু।
কিন্তু কেহ এলোনা তো পাল্টাতে তার স্বভাব
মিথুনপুরের মালী ভাবে এসব লোকের অভাব।

মিথুনপুরের মালী
শীতের ভোরে কালুর বাড়ি সঙ্গে ফুলের ডালি।
কাল্লু দেখে অবাক
কিন্তু তাহার মনের খোপে পায়রা বাকুম বাক্!

ভয়টি মনে কিন্তু হেসে বলছে এবার মালী-
'মরলে তুমি রাখবে কেগো নামের বাতি জ্বালি!?
কন্‌কনে এই শীতে তাইতো আচম্বিতে
ছুটে এলাম জানাশোনা একটি খবর দিতে;
থাকলে তুমি রাজী, চাইনা ভোজ ও বাজি
সামলে নেবো কনের দিকও ডাকবো শুধু কাজী'।

কাল্লু বলে- 'মালী
তোমার কথায় ফেলবো মুছে মনের যত কালি।
কেউতো আমায় এই সমাজে চায়না আপন করে
নিন্দা করে দুরে রাখে কিংবা থাকে ডরে'।
তুমিই আমার আপনজন
ঠিক কর ভাই দিন ও ক্ষণ।

কাল্লু করে বিয়ে
বউটি যেন ময়না পাখি কাল্লু ডাকে টিয়ে।
জন্ম নিয়ে একটি শিশু জড়ায় যখন বুকে
বদ্‌লে গেছে কাল্লু এখন দিব্যি আছে সুখে।

স্বপ্ন আমার

স্বপ্ন আমার দুর আকাশের তারার হাসি
ঘুম পাড়ানি পিসি মাসী
বকুল ঝরা রাশি রাশি
পাগলপারা হিজলতলীর রাখাল বাঁশি।

স্বপ্ন আমার আউস ধানের আলে আলে
সরষে বিলে, টিনের চালে
নদ-নদী আর বিলে খালে
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে ঝুমুর তালে।

স্বপ্ন আমার কলকলিয়ে বর্ষা আনে
কদম ফুলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে
শাওন ভেজা হৃদয় প্রাণে
শিরায় শিরায় খুশির কাঁপন কেউনা জানে!

স্বপ্ন আমার রুপোর ইলিশ জেলের জালে
ধান কাউন ও ফুলে ফলে
পল্লীবালার পায়ের মলে
ডাগর চোখের ফুলকিশোরী সজ্‌নে ডালে।
স্বপ্ন আমার লক্ষ পাখির গানে গানে
উদাস উদাস বাউল প্রাণে
মৌমাছি গায় কানে কানে
স্বপ্ন আমার পেলাম সকল মায়ের দানে।

মোহনার ইতিকথা

পাঠান ও মোঘল গেলে এলো ইংরাজ
গেঁড়ে বসে তাহাদের জমিদার রাজ!
শেষে এলো পশ্চিমা লোভাতুর চোখ
লুটপাটও করে খায় মারে কত লোক!

শোষনের যাঁতাকলে চাঁদপুর পিষ্ট
দেখো আজ আছে তার শ্বাস অবশিষ্ট!

কখনওবা পদ্মা মেঘনা মাতাল
বর্ষার ভারে তারা হয়ে বেসামাল
ভেঙ্গে নেবে ঘরবাড়ি শহর আর চর
লোকজনে বেঁচে আছে তবু তারপর।

দেখি তবু চাঁদপুর নিজ পায়ে খাড়া
তাই নিয়ে শত গান জাগে সুর সাড়া!

ভৈরবী সুরে তার শত কলতান
ইলিশের খনি আছে বিধাতার দান।
গোধুলিতে শুনি ওই পুরবীর সুর
সেই সুরে বকুলেরা ঝরে ঝুর ঝুর!

চাঁদপুর নিয়ে জাগে কবিতা ও গান
তাই বুঝি ওর প্রতি নাড়ি ছেঁড়া টান!

মোহনার সেরা ছেলে নাসিরউদ্‌দীন
আরো কতো হীরে হায়! প্রবীন নবীন
ঝরে ঝরে মুছে গেলো নেই তার খোঁজ!
কত সেমিনার দেখি তবু রোজ রোজ!?

কতো শহীদের নাম আজো কেউ জানে না
ইতিহাস বেত্তারা তাঁদের কী মানে না?

কতো পাখি গায় আর কতো ফোটে ফুল
জানা নেই নাম ও ধাম করি শুধু ভুল!
'ফুলছোঁয়া' পড়ে আছে কবি সামছুল
মোহনার কানে যিনি হীরামতি দুল।

চাঁদ শাহ্ পীর বুঝি ছিলো তাঁর নাম
সেই পীরেই করে গেছে আবাদের কাম।

পদ্মা ও মেঘনা নদী ডাকাতিয়া
তিন নদী মোহনায় জাগে তাঁর হিয়া
চাঁদধোয়া জোছনাতে সুমধুর সুর
মিলেমিশে তাঁরই নামে হলো চাঁদপুর।

স্বাধীনতা

ক্ষ্যাপা বাউলের এক্তারা তুমি
নকশী কাঁথার মাঠে,
রবি, নজরুল
হাছন, লালন,
ক্ষীণস্রোতা নদী ঘাটে।

স্বাধীনতা তুমি নীল ডাহুকের
রাতভর ডাকাডাকি,
গাঁও-কিশোরীর
আলতা নিয়ে
হাতে পায়ে আঁকা আঁকি।

মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালী তুমি
চাষীর কণ্ঠে জারি,
মুক্ত পাখি
আকাশ নীলে
ডানা মেলে সারি সারি।

স্বাধীনতা তুমি বুকের পাঁজর
শিশুর মুখের হাসি,
চপলা কিশোর
খেলার মাঠে
নিথর দুপুরে বাঁশি।

স্বাধীনতা তুমি লাখো জননীর
রাত জাগা হাহাকার,
আজো দেখি হায়!
মান কেড়ে খায়!
বেড়ে গেছে রাজাকার।

স্বাধীনতা তুমি সাড়ে সাত কোটি
বাঙালির কলতান,
তিরিশ লক্ষ
প্রাণের দামে
সূর্য উঠার গান।

স্বাধীনতা তুমি কবি সুকান্ত
জীবনানন্দ, জসিম,
হুমায়ুন আজাদ
কবি সামসুর
যাঁরা দিয়েছে অসীম।

স্বাধীনতা তুমি আমাকে শেখালে
'চির উন্নত মম শীর',
সূর্যসেন ও প্রীতিলতা আজো
বানায় সাহসী বীর।

স্বাধীনতা তুমি আমার চোখে
বর্ণালী ধারাপাত,
রঙ ধনু চুমি
ষড় ঋতু তুমি
জোছনা ধোয়া রাত।

সমাপ্ত